গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টারে প্রথম বছরে ৬৩ হাজার ডায়ালাইসিসের প্রেক্ষিতে আলোচনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

এক বছরে গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টার কিডনি রোগীদের জন্য ৬৩ হাজারের বেশি ডায়ালাইসিস করেছে। এর মধ্যে বিনামূল্যে করা হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৭০টি। এরা সবাই অতি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। এ উপলক্ষে গতকাল গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে বাংলাদেশের চারজন প্রথিতযশা ইউরোলজিস্টকে (কিডনি বিশেষজ্ঞ) গণস্বাস্থ্য সম্মাননা হিসেবে স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, বিএমএ সভাপতি ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপক ডা: লায়লা পারভীন বানু। সম্মাননাপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মনসুর মুসা। উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি।

সম্মাননাপ্রাপ্ত কিডনি বিশেষজ্ঞরা হলেন অধ্যাপক ডা: মতিউর রহমান, অধ্যাপক ডা: হারুন-আর-রশীদ, অধ্যাপক এম এ ওয়াহাব ও অধ্যাপক ডা: মো: কামরুল ইসলাম।

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী জানান, গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস কেন্দ্র থেকে গত এক বছরে মোট এক হাজার ২৬৬ জন কিডনি বিকল রোগী মোট ৬৩ হাজার ১২৫ বার ডায়ালাইসিস নিয়েছেন। রাজধানীতে অন্যান্য ডায়ালাইসিস কেন্দ্রে প্রতিবার ডায়ালাইসিস নিতে তিন হাজার থেকে সাত হাজার টাকা খরচ হয়, কিন্তু গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস কেন্দ্র প্রতিবার ডায়ালাইসিস করিয়েছে ৫৩৪ টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে। এখানে অতি দরিদ্রদের বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস দেয়া হয়। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে রাখা হয় ৫৩৪ টাকা। আর উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য আড়াই হাজার টাকা অথবা কেউ যদি এর চেয়ে বেশি দিতে চাইলে সে সুযোগও রয়েছে। তবে কারো কাছ থেকে আড়াই হাজারের বেশি নেয়া হয় না। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী জানান, কম খরচে ডায়ালাইসিস করানোয় গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিসের গত এক বছরে ঘাটতি হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। তবে তিনি বলেন, কিছু সরকারি নীতিমালা পরিবর্তন হলে রোগীর কাছ থেকে বাড়তি টাকা না নিয়েও ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে অনেকখানি পিছিয়ে আছি এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। চিকিৎসা আমরা অনেক এগিয়েছি। এখন প্রয়োজন আমাদের চিকিৎসাকে বিদেশ থেকে ফিরে দেশমুখী করা।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট চারজন কিডনি বিশেষজ্ঞের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন অধ্যাপক ডা: মো: কামরুল ইসলাম। তিনি এ পর্যন্ত ৫১৮টি কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি বিনামূল্যে করেছেন। তিনি জানান, আমাদের দেশে কিডনি প্রতিস্থাপনের সফলতা বিশ্বমানের। এখানে ৯২ শতাংশের বেশি সফলতার হার। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বছর তিনি ১০০টি প্রতিস্থাপন করেছেন এবং ৯২ জন এখনো বেঁচে আছেন।